গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
www.mofl.gov.bd

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়-এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর / সংস্থার পাইলটিং উদ্ভাবনের (পাইলটিং পর্যায়ে) তালিকা – অক্টোবর, ২০২০

১। মৎস্য অধিদপ্তরের পাইলটিং উদ্যোগসমূহ (পাইলটিং পর্যায়ে)

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
০১	মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা	বাংলাদেশের মৎস্য খামার যান্ত্রিকীকরণে স্বল্পব্যয়ী অটোমেটিক ফিশ ফিডার তৈরি	বাংলাদেশের মৎস্য খামারগুলো সনাতন ব্যবস্থাপনার আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। এই সনাতন ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে বিভিন্ন আধুনিক মৎস্যচাষ সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। এ ব্যবস্থাপনায় মৎস্য খামারের মৎস্য খাদ্য প্রদান যান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার আওতায় এনে মৎস্য খামারের উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা হবে। সমাধান পদ্ধতি: মৎস্য খাদ্য ব্যবস্থাপনা যান্ত্রিকীকরণ ও ডিজিটালকরণ (Mechanization and digitalization of fish feed application system) বাংলাদেশের মৎস্য খাতের অবদান আজ সারা বিশেব স্বীকৃত। অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে ৫ম স্থান দখল করে আসছে। গত তিন দশকে বাংলাদেশের মোট মৎস্য উৎপাদন প্রায় ৫ গুণ বাড়লেও অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ১৮ গুণ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইতোমধ্যেই রুইজাতীয় মাছ উৎপাদনের পাশাপাশি পাঙ্গাস, কই, শিং, মাগুর, পাবদা ও তেলাপিয়া মাছ	অটোমেটিক ফিস ফিডার ব্যবহারের মাধ্যমে ১. মাছের খাবারের অপচয়, শ্রমিক ব্যয় এবং মানবসৃষ্ট অন্য কোনো অসততা থেকে সহজেই মুক্ত থাকা সম্ভব। একই সাথে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদন খরচ কমানো ও মৎস্য খাদ্যের এফসিআর কমানো যায়।	ড. মুহাম্মদ তানভীর হোসেন চৌধুরী ০১৭১২৯০২৭১৯ tanvir_h১৯৯৮@yahoo.com	৩০%	প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রস্তাবিত সময় ও ব্যয় ক্রমিক নং কাজের ধরন পরিমান সময়কাল (মাস) ব্যয় (লক্ষ) মন্তব্য ১ মৎস্য খাদ্য ব্যবস্থাপনা যান্ত্রিকীকরণ ও ডিজিটালকরণ ১. অটোমেটিক ফিশ ফিডার মেশিন স্থাপন ২. ডিজিটাল করণের জন্য কন্ট্রোলার স্থাপন ৬ টি ৬ টি ৩ ৩ ২. ওয়েবসাইট তৈরি ১ টি ১ ২ ৩. ডিজিটাল করণের জন্য কন্ট্রোলারসমূহের অপারেটিং সফটওয়ার তৈরি ২ ২ মোট ৬ ৭	কার্যক্রম চলমান	হ্যাঁ	অটোমেটিক ফিস ফিডার ব্যবহারের মাধ্যমে ১. মাছের খাবারের অপচয়, শ্রমিক ব্যয় এবং মানবসৃষ্ট অন্য কোনো অসততা থেকে সহজেই মুক্ত থাকা সম্ভব। একই সাথে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদন খরচ কমানো ও মৎস্য খাদ্যের এফসিআর কমানো যায়।	ড. মুহাম্মদ তানভীর হোসেন চৌধুরী ০১৭১২৯০২৭১৯ tanvir_h১৯৯৮@yahoo.com

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
			উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। এ নীরব বিপ্লবে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণ মাছ চাষে ব্যাপকহারে উৎসাহী হয়ে উঠেছে। মৎস্য চাষ একটি লাভজনক খাত হওয়ায় বড় বড় বেসরকারী বিনিয়োগকারীরা মৎস্য খাতে বিনিয়োগ করছে এবং বিভিন্ন এলাকায় মৎস্য খামার গড়ে তুলছে। মাছ চাষের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ব্যয়বহুল বিষয় হলো মাছের কৃত্রিম খাবার। মাছ চাষের খরচের প্রায় ৬০ থেকে ৮০ ভাগ খরচ হয় মাছের কৃত্রিম খাবার ক্রয়ের জন্য। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত পরিমাণ খাবার দেওয়ার কথা থাকলেও মৎস্য চাষীরা জ্ঞানের অভাবে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের খাদ্য খাবার প্রয়োগের উপযুক্ত সময় ও প্রয়োগ পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা না থাকায় অনুমান করে বিভিন্ন সময়ে মাছের খাবার প্রয়োগ করে থাকেন। এছাড়াও শ্রমিকেরা তাদের পরিশ্রম কমানোর জন্য অনেক সময় এক জায়গায় মাছের সকল খাবার প্রয়োগ করে থাকে। ফলে কখনও খাবারের স্বল্পতা আবার কখনও অধিক খাবার প্রয়োগের কারণে তা নষ্ট হয়ে পুকুরের পানি দূষিত হয়ে বিভিন্ন ক্ষতিকারক গ্যাসের সৃষ্টি হয়, অক্সিজেন স্বল্পতার ফলে মাছের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে এবং মাছের কাংখিত উৎপাদন ব্যাহত হয়। অটোমেটিক ফিস ফিডার (Automatic Fish Feeder) ব্যবহারের মাধ্যমে এ সমস্যা দূর করা যায়। অটোমেটিক ফিস ফিডার একটি প্রোগ্রামকৃত যন্ত্র। এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত পরিমাণ খাবার সুষম দূরত্বে সমহারে পুকুরে প্রয়োগ করা যায়। এতে সকল মাছের খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হয় এবং শ্রমিক নির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পায়। এটি ম্যানুয়ালি অথবা মোবাইল-ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরিচালনা করা হবে এবং প্রয়োগকৃত খাদ্যের ডাটাসমূহও সংরক্ষণ করা হবে। ফলে প্রতিদিন, প্রতিমাসে, প্রতিবছরে কোন পুকুরে কতটুকু খাবার দেওয়া হয়েছে এবং মোট								

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
			খাবারের পরিমাণ সহজেই নির্ণয় করা যাবে। এর সাথে সংযুক্ত বিভিন্ন সেন্সরের মাধ্যমে মৎস্য খামারের পরিবেশগত তথ্যাদি পাওয়া যায়। অটোমেটিক ফিস ফিডার ব্যবহারের মাধ্যমে মাছের খাবারের অপচয়, শ্রমিক ব্যয় এবং মানবসৃষ্ট অন্য কোনো অসততা থেকে সহজেই মুক্ত থাকা সম্ভব। বাংলাদেশের মৎস্য খামারগুলিকে যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি আরও বিজ্ঞানভিত্তিক, পরিবেশবান্ধব তথা ব্যয় সাশ্রয়ী করে তোলা সম্ভব। তাছাড়া সার্বক্ষনিক পর্যবেক্ষণ (Real Time Monitoring) এর মাধ্যমে মৎস্য খামারের জৈব নিরাপত্তা (Bio-safety) নিশ্চিত করে পরিবেশবান্ধব মৎস্য উৎপাদন করা যায়। তাছাড়া শ্রমিক নির্ভরতা কমিয়ে মৎস্য উৎপাদন খরচ কমানো যায়। সর্বোপরি মাছের উৎপাদন উলম্বভাবে (Vertical) বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মাছচাষে এক বিপ্লব ঘটানো যেতে পারে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন তিনটি মৎস্য খামার যেমনঃ মৎস্য প্রজনন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রায়পুর, লক্ষীপুর, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, মাসকান্দা, ময়মনসিংহ ও মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, মুন্সীগঞ্জ সদরে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। নির্বাচিত এই তিনটি মৎস্য খামারে অটোমেটিক ফিস ফিডার স্থাপন করা হবে।								
০২	ভৈরব, কিশোরগঞ্জ	Dr. Fish (মাছের ডাক্তার)	Dr. Fish অ্যাপ তৈরি করা হবে যেখানে মৎস্য কর্মকর্তার প্রোফাইল (নাম, পদবী, কর্মস্থল, মোবাইল নম্বর), ছবি তোলা ও পাঠানো, অডিও কল, ভিডিও কলের অপসন থাকবে।	সেবাগ্রহীতার সময়, খরচ, যাতায়াত ও সেবার মান হ্রাস পাবে।	মোঃ লতিফুর রহমান	পাইলটিং কার্যক্র	১,০০,০০০/=	চলমান	হ্যাঁ	সেবাগ্রহীতার সময়, খরচ, যাতায়াত ও	মোঃ লতিফুর রহমান

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
			অ্যাপটি ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্যচাষিগণ যে কোনো স্থান থেকে তাৎক্ষণিকভাবে পুকুর পাড়েই মৎস্য সংক্রান্ত সেবা পাবেন- রোগাক্রান্ত মাছ, পুকুরের রং ও অবস্থার ছবি পাঠিয়ে অডিও কলের মাধ্যমে অথবা, ভিডিও কলের মাধ্যমে রোগাক্রান্ত মাছ, পুকুরের রং ও অবস্থা দেখার মাধ্যমে।		০১৭৬৫১১১৪৪৪ Suzan.dof@gmail.com	ম চলমান				সেবার মান হ্রাস পাবে।	০১৭৬৫১১১৪৪৪ Suzan.dof@gmail.com
০৩	উপপ্রকল্প পরিচালক, সাসটেইনেবল কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট	ক্লাষ্টার ফার্মিং সম্প্রসারণের মাধ্যমে মৎস্য সেবা সহজীকরণ	সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল চিংড়ি চাষেল জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ও উপযোগী। রপ্তানীযোগ্য চিংড়ির শতকরা ৮০% উপকূলীয় অঞ্চলে। দেশের ২৭৬০০০.০০ হেক্টর চিংড়ি চাষ এলাকার মধ্যে প্রায় ৮৫% ঘেরে (প্রায় ১৩৫০০০ হেক্টর জমিতে) এখনও পযন্ত সনাতন পদ্ধতিরে চাষাবাদ হচ্ছে। ফলে চাষির হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন খুবই কম হচ্ছে (গলদা ৬৪৭ কেজি/হেঃ এবং বাগদা ৩১৮ কেজি/ হেঃ) পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে রোগ বালাইয়ের ঝুঁকি বাড়ছে এবং চাষির লাভ কম হচ্ছে। ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের চিংড়ি চাষ দিন দিন ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে। এ সন্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে সকর পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন তন্মধ্যে অতিগুরুত্বপূর্ণ হলো চাষিকে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং নতুন প্রযুক্তি গ্রহনে চাষিকে উৎসাহিত করা। এছাড়া জলবায়ু পবির্তনসহ বিভিন্ন কারণে পানির প্যারামিটারগুলোর প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে মাছ ও চিংড়ি উৎপাদনের উপর। নতুন নতুন রোগের প্রাদুর্ভাব, চিংড়ির হঠাৎ মড়ক ইত্যাদি বিষয়গুলো উৎপাদনকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত মাটি ও পানির গুনাগুন পরীক্ষা নিরীক্ষা করা এখন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তা	আইডিয়াটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে চাষিদের মাঝে মৎস্য সম্প্রসারণ সেবা পৌছানো সহজ হবে। ক্লাষ্টার চাষিদের উৎপাদন ৫০-১০০% বৃদ্ধি পাবে। উৎপাদন খরচ কম হবে। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন করা যাবে। চাষির আয় বৃদ্ধি পাবে। জীবনমান উন্নত হবে। চাষিদের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটবে এবং চাষিরা স্বাবলম্বী হবে।	সরোজ কুমার মিস্ত্রি ০১৭১৪৪৪৪২৬২ sufodumuria@gmail.com	পাইলটিং কার্যক্রম চলমান	ক্লাষ্টার চাষিদের প্রশিক্ষণ (১ম ধাপ ২ দিন) ৪০ টি ক্লাষ্টার @ ২০০০০.০০ = ৮০০০০.০০ কাষ্টার চাষিদের চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ (২য় ধাপ ১ দিন) ৪০ টি ক্লাষ্টার @ ১০০০০.০০ = ৪০০০০.০০ কাষ্টার চাষিদের চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ (৩য় ধাপ ১ দিন) ৪০ টি ক্লাষ্টার @ ১০০০০.০০ = ৪০০০০.০০ ক্লাষ্টার চাষিদের মাঝে মাছ ও চিংড়ি চাষ বিষয়ক চাষি সহায়িকা বিতরণ ১০০০ টি @ ১০০.০০ = ১০০০০০.০০ প্রতিটি ক্লাষ্টারে ১টি করে প্রদর্শনী খামার স্থাপন (পোনা সরবরাহ) ৪০@ ২০০০০.০০ = ৮০০০০০.০০ সর্বমোট খরচ = ২৫০০০০০.০০ (পচিশ লক্ষ টাকা মাত্র)	কার্যক্রম চলমান	হ্যাঁ	আইডিয়াটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে চাষিদের মাঝে মৎস্য সম্প্রসারণ সেবা পৌছানো সহজ হবে। ক্লাষ্টার চাষিদের উৎপাদন ৫০-১০০% বৃদ্ধি পাবে। উৎপাদন খরচ কম হবে। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন করা যাবে। চাষির আয় বৃদ্ধি পাবে। জীবনমান উন্নত হবে। চাষিদের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটবে এবং চাষিরা স্বাবলম্বী হবে।	সরোজ কুমার মিস্ত্রি ০১৭১৪৪৪৪২৬২ sufodumuria@gmail.com

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
			টেকসই ও স্থায়িত্বকরণের লক্ষ্যে চাষির দোড়গোড়ায় মৎস্য সম্প্রসারণ সেবা পৌছে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপেজলায় ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ২৬০০০ টি ঘেরে ২৫০০০ জন চাষি চিংড়ি চাষ করে থাকেন। (তন্মধ্যে ৮০% সনাতন পদ্ধতির এবং ২০% হালকা উন্নত পদ্ধতির চাষাবাদ করে)। অধিকাংশই ঘেরে সনাতন পদ্ধতির চাষাবাদের ফলে উৎপাদন খুবই কম হচ্ছে। এ উপজেলায় গলদা বাগদা মিলিয়ে বছরে চিংড়ি উৎপাদন প্রায় ১১ হাজার মেট্রিক টন। অথচ চাষিদের মাঝে উন্নত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হলে অর্থাৎ সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তে হালকা উন্নত পদ্ধতিতে উন্নীত করা সম্ভব হলে এ উৎপাদন অতি সহজই দ্বিগুন বাড়ানো সম্ভব হতো (সনাতন পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়ির হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৩৩০ কেজি, হালকা উন্নত পদ্ধতিতেবাগদা চিংড়ির হেক্টর প্রতি উৎপাদন ১০০০ কেজি) । মৎস্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান স্বল্প সংখ্যক জনবল ও সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে সকল চাষিকে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ সেবা প্রদান করতে সুদীর্ঘ সময় প্রয়োজন। G ‡cÖwĀ•Z একটি অঞ্চল/বিলের চাষিদের একত্রিত করে ক্লাষ্টার গঠন করা হচ্ছে। পাশাপাশি অবস্থিত ২০-২৫টি ঘের চাষিকে একত্রিত করে প্রশিক্ষণ ,পরামর্শ, সচেতনতা বৃদ্ধি, মাঠ দিবস, ফলাফল প্রদর্শন ইত্যাদি কাযক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কাযক্রমের ফলে চাষিরা দলভাবে শিখতে পারছে। ফলে তারা আনন্দের সাথে সহজেই প্রযুক্তি গ্রহন করতে পারছে। নিজেরা স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছে। দলগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাছ ও চিংড়ি চাষের উপকরণ সংগ্রহ করায় তাদের উৎপাদন খরচ কম হচ্ছে। বাজার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন হচ্ছে। সামগ্রিক বিবেচনায় চাষির জীবনমান উন্নয়ন ঘটছে। ক্লাষ্টার চাষিদের মাঝে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটছে।								

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
			এ উদ্যোগের আওতায় এ উপজেলায় ৪০ টি ক্লাষ্টারে ১০০০ জন চাষিকে উন্নত প্রযুক্তি গ্রহনে উৎসাহিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৬০০ জন নারী চিংড়ি চাষি রয়েছে। এ সকল ক্লাষ্টারে চাষির উৎপাদন যেমন বেড়েছে তেমনি তাদের জীবনমানও উন্নত হয়েছে (বেইজ লাইন উৎপাদন গলদা বাগদা একত্রে ৪৫০ কেজি/হেক্টর; বর্তমান উৎপাদন ১০০০ কেজি/হেক্টর)। বর্তমান অর্থবছর শেষে ৫০টি ক্লাষ্টার গঠনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আরো ২৫টি ক্লাষ্টার গঠনের পরিকল্পনা রয়েছে। এ সকল ক্লাষ্টার গঠনের মাধ্যমে প্রান্তিক চাষিদের মাঝে সেবা প্রদান করা সহজ হচ্ছে। ক্লাষ্টার চাষিরদের উৎপাদন ৫০-১০০% বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সকল চাষিদের দেখাদেখি পাশেপাশের চাষিরাও প্রযুক্তি গ্রহনে উৎসাহিত হচ্ছে। সামগ্রিক বিবেচনায় এ উদ্দ্যোগটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং চাষির জীবনমান আরো উন্নত হবে।								
০৪	মোল্লাহাট, বাগেরহাট	Wish Pond (ইচ্ছা পুকুর)	যাদের পুকুর নাই বা পুকুর তৈরীর স্থান নাই তারা তাদের গৃহাঙ্গানে ক্ষুদ্র পরিসরে গর্ত করে জৈব মাটির বস্তা দিয়ে পাড় তৈরী পুকুরের ভিতরে পলিথিন দিয়ে পানি সংরক্ষণ করে মাছের চাষ/মজুদ করলে দরিদ্র মানুষ তাদের প্রয়োজনে মাছ আহরণ করতে পারবে। প্রয়োজনে খাল/বিল/উন্মুক্তজলাশয় থেকে আহরনকৃত মাছ Wish Pond এ মজুদ করে তাদের নিয়মিত পরিমিত হারে আমিষের চাহিদা মেটাতে পারবে। এক্ষেত্রে Wish Pond টি একদিকে চাষীর পুকুর অন্যদিকে জীবন্ত ফ্রীজ হিসাবে ব্যবহার হবে। পুকুরে অক্সিজেন সংকটে Aquarium Air Pump ব্যবহার করা হবে। এছাড়া জৈব মাটি সমৃদ্ধ বস্তায় সজ্বি লাগিয়ে পুকুরের উপরে জালের বেড়া দিলে পুঁইশাক, সিম, বরবটি, উচ্চে, কাঁচা মরিচ, বেগুন ইত্যাদি সজ্বির উৎপাদন হবে যা চাষির দৈনিক চাহিদা মিটাতে সাহায্য করবে।	Wish Pond এ মজুদ করে তাদের নিয়মিত পরিমিত হারে আমিষের চাহিদা মেটাতে পারবে, জীবন্ত ফ্রীজ হিসাবে ব্যবহার হবে, পুকুর পাড়ে উৎপাদিত সজ্বি তাদের দৈনিন্দিন চাহিদা মিটাবে।	রাজ কুমার বিশ্বাস ০১৭৪০৫৭৮১০২ rajkumarbiswasdof@gmail.com	কার্যক্রম চলমান	Wish Pond টির আয়তন ১২৫ -৩২৫ বর্গফুট আয়তনের হতে পারে। আয়তনের উপর নির্ভর করে ব্যয়ের পরিমান। এক্ষেত্রে বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী একটি Wish Pond করতে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও তার মূল্য- বস্তা- ৪০টি (প্রতিটি ২৫টাকা)=১০০০/০০ পলিথিন- (থোক) ২০০০/০০, নেট- থোক- ২০০/, Aquarium Air Pump- ১টি- ৫০০/ খাদ্য- থোক- ২৫০০/ মাছের পোনা- ২০০০/০০ , সাইনবোর্ড-	পাইলটিং কার্যক্রম চলমান	হ্যাঁ	Wish Pond এ মজুদ করে তাদের নিয়মিত পরিমিত হারে আমিষের চাহিদা মেটাতে পারবে, জীবন্ত ফ্রীজ হিসাবে ব্যবহার হবে, পুকুর পাড়ে উৎপাদিত সজ্বি তাদের দৈনিন্দিন চাহিদা মিটাবে।	রাজ কুমার বিশ্বাস ০১৭৪০৫৭৮১০২ rajkumarbiswasdof@gmail.com

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
			ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠি আর্থ-সামাজিকভাবে লাভবান হবে।				৫০০/ অন্যান্য-৫০০/ সর্বমোট ৯২০০/০০				
০৫	মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা	স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাছের রোগ নির্ণয় ও প্রতিকার	শুধুমাত্র চাষি/ব্যবহারকারী রোগাক্রান্ত মাছের একটি ছবি উঠানোর মাধ্যমে ডেটা এনালিসিস, পিক্সেল এনালিসিস এবং ডেটা ম্যানিপুলেশন এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাছের রোগ নির্ণয় করা যাবে এবং রোগের মাত্রা অনুযায়ী ঔষধের ডোজ নির্ণয় করা যাবে এবং জিপিএস এপিআই ব্যবহার করে চাষি/ব্যবহারকারীর স্থান নির্ণয় করা যাবে এবং পরবর্তীতে মাছের ঔষধ বিক্রেতার দোকানের ডেটাবেইজ (এপ্লিকেশনের সাথে লিংকড থাকবে) থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দোকানির নাম্বারে কল চলে যাবে এবং এসএমএস এর মাধ্যমে ডোজ টি চলে যাবে। দোকানি সাথে সাথে তার লোক দিয়ে চাষির পুকুরে পৌঁছে দিবে তার প্রতিনিধির মাধ্যমে (এজন্য তাকে আলাদা পে করা হবে)। এবং এই পুরা কাজটি করতে সময় লাগবে ৩০ সেকেন্ড + দোকানির ঔষধ নিয়ে আসতে যতটুকু সময় লাগে।	বেশিরভাগ সময়ই চাষিরা প্রত্যন্ত এলাকা থেকে যাতায়ত করে বলে সঠিক সময়ে সঠিক রোগ নির্ণয় সম্ভব হয় নয়া। এছাড়া সাপ্তাহিক ছুটির দিন/ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মিটিং এ থাকলে চাষিরা রোগ বিষয়ক পরামর্শ নয়া নিয়েই চলে যান। ফলে এসব কারণে রোগ সনাক্ত এবং প্রতিকারে অনেক সময় ব্যয় হয়। ফলে চাষি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হন।	মোঃ বদিউল আলম সুফল ০১৭৪৪২৩৩৮৩৩ shufoldof@gmail.com	কার্যক্রম চলমান	১ টি রোগ নির্ণয়ে পাইলটিং সম্পন্নঃ ২৫,০০,০০০/= সকল রোগ আইডেন্টিফাইয়িং এর মেশিন লার্নিং এবং অ্যাপস প্রস্তুতে খরচ আনুমানিকঃ ১,৬০,০০,০০০/=	কার্যক্রম চলমান	হ্যাঁ	চাষিরা যেকোন রোগের তাৎক্ষনিক এবং নির্ভূল ব্যবস্থা নিতে পারবে।	মোঃ বদিউল আলম সুফল ০১৭৪৪২৩৩৮৩৩ shufoldof@gmail.com
০৬	বেতাগী, বরগুণা	স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে ইলিশ সম্পদ রক্ষায় বেতাগী মডেল	স্থানীয়ভাবে স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্বুদ্ধ করে টিম গঠনপূর্বক নদীর যেকোনো স্থানে যেকোনো সময়ে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নিয়ে ইলিশ সম্পদ রক্ষা করা। নদীর বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ স্থান চিহ্নিত করে এলাকাভিত্তিক ৫-৬ জন করে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করে তাদের মাধ্যমে দিনরাত পাহারা বসিয়ে ইলিশ সম্পদ রক্ষা করা হয়। এছাড়া নদীর যেকোনো স্থানে যেকোনো সময়ে যে কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নেয়া সহজ হয়।	ইলিশ সম্পদ রক্ষায় মৎস্য বিভাগের বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই জনবলের স্বল্পতা রয়েছে। যে কারণে অনেকক্ষেত্রেই ইলিশ সম্পদ রক্ষার বিভিন্ন উদ্যোগ ফলপ্রসূ হয় না। ফলে বিভিন্ন স্থানে আইন ভঙ্গকারীদেরকে জেল জরিমানা করতে হয়। মোবাইল ফোনের আধিক্যের ফলে বেশীরভাগ	মোস্তফা-আল-রাজীব ০১৭১৭-২৫৪৭০৮ razib.fhdu@gmail.com	পাইলটিং সম্পন্ন	৫০,০০০/=	হ্যাঁ	না	ইলিশ সম্পদ রক্ষা কার্যক্রম অনেক বেশী সহজ ও সফল হবে। ইলিশের উৎপাদন আরও বাড়বে। নিজেদের সম্পদ নিজেরাই রক্ষা করতে সক্ষম হবে।	মোস্তফা-আল-রাজীব ০১৭১৭-২৫৪৭০৮ razib.fhdu@gmail.com

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
				ক্ষেত্রেই সফল অভিযান ব্যহত হয়। নদীর একদিক থেকে অভিযানে নামলে অন্যদিক অনিরাপদ হয়ে পড়ে।							
০৭	মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা	সিংগেল ড্রপ টাইট্রেশনের মাধ্যমে পানির পিএইচ পরিমাণ পদ্ধতির কার্যকারিতা যাচাইকরণ	এই পদ্ধতির মাধ্যমে পানির পিএইচ পরিমাপ পদ্ধতিটি নিম্নস্বাক্ষরকারি কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি উদ্ভাবনী কার্যক্রম। এই পদ্ধতির মাধ্যমে মৎস্যচাষিগণ/ মৎস্য খামারের মালিকগণ তাদের খামারের পানির পিএইচ সম্পর্কে অতি সহজে, স্বল্প ব্যয়ে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারেন।	সাধারণত পানির গুণাগুন পরীক্ষা ব্যাপারটি টেকনিক্যাল এবং চাষিরা সহজে এ কাজটি সম্পন্ন করতে পারেন না। এছাড়া পানির পিএইচ কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী যন্ত্রপাতি ছাড়া পরীক্ষা করতে পারেন না। ফলে অতি দ্রুত যে কোন সময় এ সেবা দেয়া যায় না।	মোঃ হাদিউজ্জামান ০১৭৬৮৬৯১৬৪৬ hadi০৬bau@gmail.com	কার্যক্রম চলমান	১,০০,০০০/=	কার্যক্রম চলমান	হ্যাঁ	চাষিরা স্বল্পমূল্যে নিজেরাই পানির গুণাগুন পরীক্ষা করতে পারবে। ফলে TCV সাশ্রয় হবে।	মোঃ হাদিউজ্জামান ০১৭৬৮৬৯১৬৪৬ hadi০৬bau@gmail.com
০৮	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, তারাকান্দা, ময়মনসিংহ।	অভয়াশ্রম	মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির নিজস্ব উদ্যোগে নদীতে অভয়াশ্রমের মাধ্যমে দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ ও মাছের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি।	মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির উদ্যোগে তাই সেখানে ব্যয় ও সময় ব্যক্তির জন্য নগণ্য।	শাহানা নাজনীন ০১৯৮৩৯৯০৬৫৯ marjan৯০.dof১৬@gmail.com	২০১৯-২০ এ প্রাপ্ত নতুন আইডিয়া	মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির মাধ্যমে।	না	হ্যাঁ	দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষিত হবে।	শাহানা নাজনীন ০১৯৮৩৯৯০৬৫৯ marjan৯০.dof১৬@gmail.com
০৯	কাহারোল, দিনাজপুর।	দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষনে সচেতনতামুলক সাইনবোর্ড স্থাপন	কাহারোল উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট প্রাকৃতিক জলাশয় রয়েছে, এগুলোতে সারা বছর পানি জমা থাকে। যেমন ব্রীজের দুই মুখ, কার্লভার্টের পাশে, বিলের মুখ, খালের কিছু অংশ, এসকল জলাশয়ে দেশীয় ছোট প্রজাতির মাছ যেমন- টেংরা, গুতুম, মলা, ঢেলা, চেলা, শিং, মাগুর, বাইম,টাকি ইত্যাদি পাওয়া যায়। লোকজন	দেশীয় প্রজাতির মা মাছের আশ্রয়স্থল স্থাপন, প্রাকৃতিক জলাশয়ের অবক্ষয় রোধ।	আবু জাফর মোঃ সায়েম ০১৭১৯০৩৮৮৩২ ajmsdof@gmail.com	২০১৯-২০ এ প্রাপ্ত নতুন আইডিয়া	প্রতিটি সাইনবোর্ড স্থাপন ব্যয়-১০০০ টাকা, আইন বাস্তবায়ন বাবদ -২০০০ টাকা (প্রতিদিন)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	দেশীয় প্রজাতির মাছের বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করণ।	আবু জাফর মোঃ সায়েম ০১৭১৯০৩৮৮৩২ ajmsdof@gmail.com

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
			শীতকালে সেচ দিয়ে এসব জলাশয়ের সব মাছ ধরে নেয়। এতে মা মাছ সহ ছোট পোনা মাছ নিধন হয়ে যায়। এই নিধন রোধে জলাশয়গুলোতে উপজেলা মৎস্য দপ্তর কর্তৃক স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। সাইনবোর্ডে "এই জলাশয়ে কারেন্ট জাল ব্যবহার ও সেচ দিয়ে শুকিয়ে মাছ ধরা নিষেধ, অন্যথায় আইনের আওতায় আনা হবে, প্রচারে- উপজেলা মৎস্য দপ্তর ও প্রশাসন" উল্লেখ রয়েছে । এই কার্যক্রমের স্লোগান " দেশীয় ছোট মাছের জলাশয়, করবোনা আর অবক্ষয়" দেয়া হয়েছে।								
১০	শিবগঞ্জ, চাপাইনবাবগঞ্জ	মৎস্যচাষীদের মাছচাষের উপকরণ প্রাপ্তির উৎস অবহিতকরণ ও সহজিকরণ	অনেক মাছচাষী মাছচাষের উপকরন যেমন- পোনা, খাদ্য, খাদ্যের উপকরণ, মাছের রোগ সম্পর্কিত রাসায়নিক দ্রব্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে জানেন না। ফলে তারা কাংখিত মাত্রায় মাছের উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছেন না। ফলশ্রুতিতে তারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। যদি মৎস্যচাষীদের মাছচাষের উপকরণ প্রাপ্তির উৎস সম্পর্কে সঠিক সময়ে অবহিতকরণ করা যায় তাহলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি চাষীরা আর্থিকভাবে লাভবান হবেন।	১। গুনগতমানের মাছচাষের উপকরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। ২। নিরাপদ মাছ উৎপাদন সম্ভব হবে। ৩। চাষীরা বিভিন্ন উপকরণ সম্পর্কে জানতে পারবেন। ৪। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।	বরুণ কুমার মন্ডল ০১৯১৩৮৮২১৮৮ sufoshibgonjchapainawabgonj@gmail.com	২০১৮-১৯ এ প্রাপ্ত আইডিয়া	১। প্রচার বাবদ ব্যয়: ১৬০০০/-, ২। লিফলেট তৈরি ও বিতরণ: ২৫০০০/-, ৩। পোস্টার/ফেস্টুন তৈরি ও লাগানো: ৩২০০০/- , ৪। ইউনিয়ন/ পৌরসভায় অবহিতকরণ সভা: ৩২০০০/-	না	হ্যাঁ	১। গুনগতমানের মাছচাষের উপকরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। ২। নিরাপদ মাছ উৎপাদন সম্ভব হবে। ৩। চাষীরা বিভিন্ন উপকরণ সম্পর্কে জানতে পারবেন। ৪। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।	বরুণ কুমার মন্ডল ০১৯১৩৮৮২১৮৮ sufoshibgonjchapainawabgonj@gmail.com
১১	ফিশারিজ কোয়ারান্টাইন অফিসার, চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর।	মৎস্য পরামর্শ সেবা সহজীকরণ।	মৎস্য চাষীগণ নিম্নোক্ত কারণে মৎস্য অফিস থেকে সহজে পরামর্শ সেবা পায় না - লোকবল সংকটের কারণে, মৎস্য অফিসার সভা/প্রশিক্ষণে ব্যস্ত থাকলে, বন্যা/ঝড়/যানবাহন সংকটের কারণে উপজেলার দূরবর্তী চাষীগণ উপজেলায় পরামর্শের জন্য আসতে চান না। তাছাড়া পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সহজে খুঁজে পান না। তাছাড়া মৎস্য	১. চাষীগণ কম সময়ে, কম খরচে মানসম্মত সেবা প্রাপ্তি সহজ হবে। ২. উপজেলার সাথে চাষীদের যোগাযোগ নিবিড় হবে। ৩.	আরাফাত উদ্দিন আহম্মেদ ০১৮১৫৩২০৯৯৬ arafatufo@ya	২০১৮-১৯ এ প্রাপ্ত আইডিয়া	একটি সিম, মোবাইল ও লিফলেটের জন্য প্রায় দশ হাজার টাকা।	না	হ্যাঁ	১. চাষীগণ কম সময়ে, কম খরচে মানসম্মত সেবা প্রাপ্তি সহজ হবে। ২. উপজেলার	আরাফাত উদ্দিন আহম্মেদ ০১৮১৫৩২০৯৯৬

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
			অফিসার বদলী হলে তাঁর থেকে কাঙ্খিত পরামর্শ সহজে পাওয়া যায় না। এ সকল সমস্যা সমাধানে উপজেলার জন্য একটি মোবাইল নম্বর ব্র্যান্ডিং করা হবে যাতে কর্মকর্তা বদলী হলেও মোবাইল নম্বর অপরিবর্তিত থাকে। উক্ত নম্বর প্রচারের জন্য একটি লিফলেট তৈরি করা হবে এবং উক্ত লিফলেটে আরো থাকবে- উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য উপকরণ সংশ্লিষ্ট দোকানের মোবাইল নম্বর সহ ঠিকানা, কিছু বহুল ব্যবহৃত ঔষধের নাম, মাত্রা ও প্রয়োগ, মৎস্য সম্পর্কিত ডিজিটাল সেবা সমূহ (ওয়েবসাইটের ঠিকানা ও সেবা সমূহ, কৃষি তথ্য সার্ভিস এর মোবাইল নম্বর, ফিশ এডভাইস অ্যাপস ব্যাবহার পদ্ধতি ইত্যাদি)।	প্রান্তিক চাষীগণ লাভবান হবেন। ৪. মাছের উৎপাদন বাড়বে। ৫. সকল উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য মোবাইল ভাতা প্রাপ্তির যৌক্তিকতা জোড়দার হবে।	hoo.com					সাথে চাষীদের যোগাযোগ নিবিড় হবে। ৩. প্রান্তিক চাষীগণ লাভবান হবেন। ৪. মাছের উৎপাদন বাড়বে। ৫. সকল উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য মোবাইল ভাতা প্রাপ্তির যৌক্তিকতা জোড়দার হবে।	arafatufo@yahoo.com
১২	মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা	চাষির Profit Maximize এর জন্য অনলাইন বাজার ব্যবস্থাপনা	একটা এপস/ওয়েবসাইটে চাষকৃত মাছের লিস্ট দেওয়া যাবে মাসিক ক্যালেন্ডার অনুসারে। এই এপসে মাছের মূল্য ইনপুট করা যাবে। প্রাথমিকভাবে উপজেলা মৎস্য অফিসের লোকজন ১ম বছর দামের আপডেট করবেন। পরবর্তী বছর কোন মাসে কোন দিনে মাছ বিক্রি করলে মূল্য বেশি পাওয়া যেতে পারে সে ধারণা চাষিরা পাবে এবং সে অনুযায়ী মাছ ধরা ও বিক্রি করতে পারবে। বেশিরভাগ সময়ে একই দিনে এলাকার সব পুকুরের মাছ ধরে বিক্রি করার ফলে খুবই সস্তায় মাছ বিক্রি করতে হয় এমনক অবিক্রিতও থেকে যায়। এতে চাষি ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তা রোধে এই উদ্ভাবনটি করা যেতে পারে।	১। মাছের সঠিক প্রাপ্যতা ২। চাষির মাছ বিক্রির ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ ৩। সঠিক বাজার ব্যবস্থাপনা ৪। সর্বোচ্চ লাভ ও মাছ চাষে আগ্রহ তৈরি	মোঃ বদিউল আলম সুফল উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ) ০১৭৪৪২৩৩৮৩৩ shufoldof@gmail.com	২০১৮-১৯ এ প্রাপ্ত আইডিয়া	২,০০,০০০/=	না	হ্যাঁ	অনলাইন বাজার ব্যবস্থাপনা মোবাইল অ্যাপস/অনলাইন সফটওয়্যার চালুর ফলে বাংলাদেশের সকল এলাকার Real Time মাছের মূল্য সম্পর্কে জানা যাবে। এতে চাষিরা কোন এলাকায় মাছের কি দাম সে সম্পর্কে অবগত হতে পারবে। এতে মাছ চাষ লাভজনক হতে	মোঃ বদিউল আলম সুফল ০১৭৪৪২৩৩৮৩৩ shufoldof@gmail.com

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
										পারে। এছাড়া মৎস্য কর্মকর্তাদের জন্য একটি চমৎকার মনিটরিং টুল হতে পারে।	

২। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পাইলটিং উদ্যোগসমূহ (পাইলটিং পর্যায়ে)

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, কেশবপুর, যশোর।	একটি খামার একটি ঘাসের প্লট।(কেশবপুর মডেল)	উন্নত মানের ঘাস চাষের মাধ্যমে খামারের খাদ্য চাহিদা পুরণ	প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বাড়ানো	ডাঃ অলকেশ কুমার সরকার। ভেটেরিনারি সার্জন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর,কেশবপুর, যশোর।	পাইলোটিং পর্যায়ে	৩০০০০০/ (তিন লক্ষ টাকা মাত্র)	না	হ্যাঁ	প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন	ডাঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম। ০১৭১২১৬৪৯৬১
২	জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, ফরিদপুর	তৃণমূল পর্যায়ে টিকাপ্রদান কর্মীর মাধ্যমে গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগীর টিকাদান সেবা সহজীকরণ	নিদ্রিষ্ট এলাকায় স্বেচ্ছাসেবীর মাধ্যমে টিকা দান	ঙবাদিপ্রাণীর মৃত্যু হার কমানো	ডা. নুরুল্লাহ মোঃ আহসান, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ফরিদপুর। ০১৭১২৭৫১৬১৬	পাইলোটিং পর্যায়ে	১০০০০/(দষাজার টাকা)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মৃত্যুহার কমানো	ঐ
৩	সহকারী পরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	প্রাণিসম্পদ সেবাকেন্দ্র	সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের সেবা দান	দোর গোড়ায় প্রাণিসম্পদের সেবা পৌছানো	মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সহকারী পরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	পাইলোটিং পর্যায়ে	২০০০০/(বিশ হাজার টাকা মাত্র)	না	হ্যাঁ	উৎপাদন বাড়ানো	ঐ
৪	তেজগাঁও মেট্রো থানা, ঢাকা	তৃণমূল পর্যায়ে গবাদিপ্রাণি পালন , গরুমোটা	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে	খামারীদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির মাধ্যমে	ডা: ফারহানা জাহান,থানা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা,	পাইলোটিং পর্যায়ে	২০০,০০০/(দুই লক্ষ টাকা)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মাংশ উৎপাদনে ব্যাপক ভুমিকা রাখবে।	ঐ

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
		তাজাকরণ, প্রশিক্ষণ ও ঔষধ সরবরাহ	প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন।	প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন।	তেঁজগাও, ঢাকা, মেট্রো।						
৫	জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	জনগনের দোরগোড়ায় প্রাণিসম্পদের সেবা পৌছানো	নিদ্রিষ্ট এলাকায় এলাকায় নিয়মিত প্রাণিসম্পদের সেবা পৌছানো।	প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি।	ডা.এবিএম সাইফুজ্জামান, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	পাইলোটিং পর্যায়ে	২০০০০/(বিশ হাজার টাকা মাত্র)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মৃত্যুহার কমানো ও উৎপাদন বাড়ানো।	ঐ
৬	জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর নওগাঁ	জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমেপ্রাণীর সংক্রামক রোগ প্রতিরোঢ ও নিয়ন্ত্রণ	টিকা ও কৃমিনাশক প্রয়োগের মাধ্যমে জনগনের সচেতনতা বাড়ানো	প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি।	ডা: মোছাঃ শামীম নাহার, এডিএলও, নওগাঁ।	পাইলোটিং পর্যায়ে।	২০০০০/(বিশ হাজার টাকা মাত্র)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	মৃত্যুহার কমানো ও উৎপাদন বাড়ানো।	ঐ
৭	জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, পঞ্চগড়	গ্রামভিত্তিক গবাদিপশু ও হাস-মুরগীর রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা সেবায় প্রাণিসম্পদের ক্যাম্প স্থাপন	গ্রাম্ভিত্তিক ক্যাম্পিং এর মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান।	প্রাণিসম্পদের সেবা প্রদান	ডাঃ মোঃ আব্দুল মজিদ, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা। পঞ্চগড়	পাইলোটিং পর্যায়ে।	২০০,০০০/(দুই লক্ষ টাকা)	না	হ্যাঁ	মৃত্যুহার কমানো ও উৎপাদন বাড়ানো।	ঐ

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
৮	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, তজুমুদ্দিন, ভোলা	ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন সহজীকরন প্রকল্প	ব্রিডিং লাইন অনুসারে ট্যাগ লাগানো	ইনব্রিডিং রোধ করা অ যহাযথ সিমেন প্রয়োগ	ডাঃ পলাশ সরকার, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, তজুমুদ্দিন ভোলা।	পাইলোটিং পর্যায়ে।	২১০০০০০/ (একুশ লক্ষ টাকা মাত্র)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	সঠিক কৃত্রিম প্রজনন করানো	ঐ
৯	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, শেরপুর, বগুড়া,	"স্বপ্ন ছোয়াঁর সিঁড়ি"	বাণিজ্যিক ভিত্তিক দেশি মুরগীর (অরগানিক) খামার, শেরপুর, বগুড়া মডেল।	প্রাণিজ নিরাপদ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধি	ডা: মো: রায়হান পিএএ, ভেটেরিনারি সার্জন,উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর,শেরপুর,বগুড়া।	পাইলটিং সম্পন্ন	২০০০০০/ (দুই লক্ষ টাকা মাত্র)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	নিরাপদ মাংশ উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে	ঐ
১০	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ফার্মগেট,	ই-ভেটেরিনারি সার্ভিস	প্রাণিসম্পদের সেবাসমূহকে ই- সার্ভিসে রুপান্তর	প্রাণিসম্পদের সেবা সহজীকরণ এবং ই-সার্ভিসে রুপান্তর	ডাঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও ফোকাল পার্সন কর্মকর্তা, ইনোভেশন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	পাইলটিং সম্পন্ন	১১৩০০০০০/(এক কোটি তের লক্ষ টাকা মাত্র)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	সারাদেশের জনগণ সহজে প্রাণিসম্পদ সেবা পাবে।	ঐ
১১	বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, বরিশাল	গ্রুপ ভিত্তিক ঘাস চাষের মাধ্যমে প্রাণি	একটি এলাকার কৃষকদের	প্রাণী খাদ্য চাহিদা পুরণের	ডাঃ কানাইলাল স্বর্ণকার, উপপরিচালক,		১০০০০/(দশ হাজার টাকা একক প্রতি)	না	হ্যাঁ	পশু খাদ্যের চাহিদা নিশ্চিতকরণ।	ঐ

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
		পুষ্টির যোগান নিশ্চিতকরণ।	নিয়ে গঠিত গ্রুপের মাধ্যমে ঘাস চাষ।	জন্য খুবি কার্যকর।	বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, বরিশাল।	পাইলোটিং পর্যায়ে।					
১২	কৃত্রিম পজনন ল্যাব, গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার, সাভার, ঢাকা	মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে গবাদিপ্রাণির চিকিৎসা প্রদান	১৬৩৫৮ টোল ফ্রি নম্বরে রিং করে গবাদিন প্রাণির যে কোন সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়। সমস্যার	দেশের যে কোন স্থান থেকে বিশেষ করে দুর্গম স্থান থেকে গবাদিপ্রাণির সেবা প্রদান করা সম্ভব।	মোঃ সোহরাব হোসেন, প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, এ আই ল্যাব, সাভার ঢাকা।	পাইলটিং সম্পন্ন	১,৪৫০,০০০/(এক কোটি তের লক্ষ টাকা মাত্র)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	সারাদেশের জনগণ সহজে প্রাণিসম্পদ সেবা পাবে।	ঐ
১৩	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, সদর, মৌলভীবাজায	রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে গর্ভ পরীক্ষা।	গাভীর প্রশ্রাব পরীক্ষার মাধ্যমে গাভীর গর্ভ পরীক্ষা	গাভীর সঠিক গর্ভ পরীক্ষা	ডাঃ আজম সালাউদ্দিন, ভেটেরিনারি সার্জন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, সদর, মৌলভীবাজার।	পাইলটিং সম্পন্ন	প্রতি কিট ৫০/-(পঞ্চাশ টাকা।)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	কৃত্রিম প্রজনন সেবা সহজ হবে	ঐ

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
১৪	জেলা প্রাণী হাসপাতাল, গাজিপুর।	প্রাণিসম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও তথ্যসেবা	প্রাণিসম্পদের তথ্যসমূহ সংরহপূর্বক মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে গ্রাহক সেবা প্রদান	উদ্যোক্তা তৈরী ও প্রাণিসম্পদের ব্বিভিন্ন প্রকার তথ্য অ্যাপসের মাধ্যমে পাওয়া যাবে।	ডাঃ মোঃ মোখলেছুর রহমান, ভেটেরিনারী সার্জন, জেলা প্রাণী হাসপাতাল, গাজীপুর।	পাইলটিং সম্পন্ন	১৫০,০০০/-(এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা।)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	সারাদেশের প্রাণিসম্পদ বিষয়ে উদ্যোক্তা তৈরী হবে।	ঐ
১৫	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, ফুল্বাড়িয়া, ময়মনসিংহ।	নিরাপদ ব্রয়লার মাংশো উৎপাদন ও বাজারজাত সহজীকরণ।	অরগানিক মাংশ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ	জন্স্বাস্থ্য ও টেকসই প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন।	ডাঃ মোঃ মিজানুর রহমান, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ফুল্বাড়িয়া, ময়মনসিংহ	পাইলোটিং পর্যায়ে।	-	না	হ্যাঁ	টেকসই উন্নয়ন	ঐ
১৬	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, সাদুল্লাপুর গাইবান্ধা	আধুনিক কৃত্রিম প্রজনন্সেবার মাধ্যমে গর্ভধারণের হার বৃদ্ধি, মান সম্মত বাছুর এবং অধিক দুধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ	আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে কৃত্রিম প্রজনন ও গাভী ও বাছুরের অরিচর্যা।	উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।	ডাঃ এ এসএম সাদেকুর রহমান, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, সাদুল্লাপুর গাইবান্ধা।	পাইলোটিং পর্যায়ে।	-	না	হ্যাঁ	টেকসই উন্নয়ন	ঐ

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
১৭	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ	প্রান্তিক কৃষকের দোরগোড়ায় গাভী এবং বকনার কৃত্রিম প্রজনন সেবা প্রদান	কৃত্রিম প্রজনন সেবা সহজলভ্যকরণ	কৃত্রিম প্রজনন প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ	ডাঃ মোঃ আবু সাইদ সরকার, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ।	পাইলোটিং পর্যায়ে।	-	না	হ্যাঁ	টেকসই উন্নয়ন	ঐ
১৮	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপর। আমতলী। বরগুনা	হাঁস-মুরগীর টিকাবীজ বিতরণ, সহজীকরণ	ক্যাম্পিং এর মাধ্যমে টিকা প্রদান	মৃত্যুহার কমানো	ডাঃ সৈয়দ আলতাফ হোসেন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, আমতলী বরগুনা।	পাইলোটিং পর্যায়ে।	-	না	হ্যাঁ	মৃত্যুহার কমানো	ঐ
১৯	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ঠাকুরগাও সদর, ঠাকুরগাও	কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সহজীকরণ	কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ	গবাদিপ্রাণির উৎপাদন বৃদ্ধি।	ডাঃ মোঃ আব্দুর রহিম, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ঠাকুরগাও সদর, ঠাকুরগাও।	পাইলোটিং পর্যায়ে।	-	না	হ্যাঁ	উৎপাদন বৃদ্ধি	ঐ
২০	জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, মুন্সীগঞ্জ।	স্কুল আংগীনায় ঘাসের বাগান।	স্কুল আংগীনার ঘাসের নার্সারী তৈরীর মাধ্যমে ঘাস চাষ সম্প্রসারণ	পশুখাদ্যের সহজলভ্যতা	ডাঃ কুমুদ রঞ্জন মিত্র, জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, মুন্সীগঞ্জ।	পাইলটিং সম্পন্ন	একক প্রতি ১০০০০/(দশ হাজার, টাকা)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	ব্যাপক ঘাস চাষ বৃদ্ধি।	ঐ

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
২১	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর।	কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সহজীকরণ	কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ	গবাদিপ্রাণির উৎপাদন বৃদ্ধি।	ডাঃ মোঃ তোফায়েল আহমদ, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা,দেওয়ান গঞ্জ , জামালপুর।	পাইলোটিং পর্যায়ে।	-	না	হ্যাঁ	উৎপাদন বৃদ্ধি	ঐ
২২	নিরাপদ ব্রয়লার মাংশো উৎপাদন ও বাজারজাত সহজীকরণ।	অরগানিক মাংশ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ	জনস্বাস্থ্য ও টেকসই প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন।	ওরগানিক মাংশ উৎপাদন ও টেকসই উন্নয়ন	ডাঃ ওয়াজির আহমদ, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, তারাকান্দা ময়মনসিংহ	পাইলোটিং পর্যায়ে।	-	না	হ্যাঁ	টেকসই উন্নয়ন	ঐ

৩। মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট-এর পাইলটিং উদ্যোগসমূহ (পাইলটিং পর্যায়ে)

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
০১।	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	কাপ্তাই লেক ইনফো ইন বিএফআর আই	• কাপ্তাই লেকের মৎস্য জীব-বৈচিত্র্য • মৎস্য সম্পদ • মাছের রোগ ও প্রতিকার • লেকের জীব-বৈচিত্র্য রক্ষা মৎস্য উৎপাদন • লেকের সহনশীল ব্যবস্থাপনা কৌশল • মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা	তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে প্রত্যন্ত দূর্গম পাহাড়ী এলাকার মাছ চাষী, জেলে, নার্সারার, হ্যাচারী মালিক, উদ্যোক্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে রাঙ্গামাটি জেলার মৎস্যসম্পদ ও মাছ চাষ সম্পর্কীত তথ্য সহজেই পৌঁছে দেয়া।	মোঃ আবুল বাশার উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালক বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর মোবাইল: ০১৭১৯-৮১৮১৮৭ ইমেইল: mabashar.bfri@gmail.com	মোবাইল এ্যাপস তৈরী করা হয়েছে। গুগল প্লে ষ্টোরে নিবন্ধন করা হয়েছে।	৩.০০ লাখ	দ্বিতীয়বার পাইলটিং সম্পন্ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	না		ড. মোঃ ইনামুল হক, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ইনোভেশন অফিসার, সদর দপ্তর, ময়মনসিংহ ০১৭১৫১৩২৩৬৯

৪। প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট-এর পাইলটিং উদ্যোগসমূহ (পাইলটিং পর্যায়ে)

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

৫। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন-এর পাইলটিং উদ্যোগসমূহ (পাইলটিং পর্যায়ে)

ক্রঃ নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
০১	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	কেন্দ্রীয় মনিটরিং ব্যবস্থাপনা	মৎস্য অবতরণ ও পাইকারী মৎস্য বাজার, কক্সবাজার কেন্দ্রের মৎস্য অবতরণ ও বরফ উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যক্রম সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে প্রধান কার্যালয় থেকে মনিটরিং করার জন্য কেন্দ্রীয় মনিটরিং ব্যবস্থাপনা নামক উদ্ভাবনটি গ্রহণ করা হয়েছে।	প্রধান কার্যালয় থেকে মৎস্য অবতরণ ও বরফ উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যক্রম মনিটরিং করাসহ কেন্দ্র প্রধানদের নির্দেশনা প্রদান করা সহজ হবে।	মোঃ রাজিবুল আলম হিসাব নিয়ন্ত্রক বামউক, ঢাকা।	পাইলটিং পর্যায়ে।	আনুমানিক ১,২০.০০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা ব্যয় হতে পারে।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	নিরাপত্তাসহ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।	মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম ব্যবস্থাপক বামউক, রাঙ্গামাটি। মোবাঃ ০১৭৬৯-২৯০৯৩৯

৬। মেরিন ফিশারিজ একাডেমী-এর নতুন উদ্ভাবন (আইডিয়া পর্যায়ে)

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

৭। বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল-এর পাইলটিং উদ্যোগসমূহ (পাইলটিং পর্যায়ে)

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল	বিডি ভেট ফাইন্ডার	* মোবাইলের মাধ্যমে সরাসরি নিবন্ধিত প্রাণি চিকিৎসক চিহ্নিত করা। । * ঘরে বসে সেবা পাওয়া। * ভূয়া চিকিৎসক সনাক্ত করা।	সহজে সঠিক প্রাণিচিকিৎসক সনাক্ত করা ।	ডাঃ মোঃ ইমরান হোসেন খান, রেজিস্ট্রার, বাঃভেঃকাঃ।	এপ্সটি পাইলটিং করা হচ্ছে।	২ লক্ষ টাকা	পাইলটিং করা হচ্ছে।	হ্যাঁ	সহজে সঠিক প্রাণিচিকিৎসক সনাক্ত করা।	ডাঃ গোপাল চন্দ্র বিশ্বাস ০১৭১৫-৪৫৪৬৭৭

৮। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর-এর পাইলটিং উদ্যোগসমূহ (পাইলটিং পর্যায়ে)

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-